২৬ জুলাই ২০০৯, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, ঢাকা

ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (ইউএন-এসকাপ) সভা উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান
Campaign for Good Governance

# বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় বাংলাদেশের সকল বৈদেশিক দেনা বাতিল করতে হবে

**প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,**
সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান - সুপ্র থেকে শুভেচ্ছা।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আগামী ২৭ - ৩০ জুলাই ২০০৯ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতিসংঘের এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (ইউএন-এসকাপ) সভা। উক্ত সভায় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলায় এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর আর্থিক নীতি, রাজস্ব নীতি এবং বৈদেশিক দেনা ব্যবস্থাপনা ওপর নীতি-কৌশল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

সাম্প্রতিক কালের বৈশ্বিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছে । ধনী দেশসমূহের মুক্তবাজার নীতি এবং ফটকা আর্থিক ব্যবস্থার সংকটের ফলে সৃষ্ট মন্দায় বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষ চাকুরি হারাচ্ছে, দেউলিয়া হচ্ছে ব্যাংক, বীমা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান। ধনী গরীবের ব্যবধান বাড়ার ফলে সমাজে সামাজিক অন্যায্যতা, সম্পদ ব্যবহারে অসমতা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে এবং ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, দারিদ্র, ক্ষুধা ও কর্মসংস্থানের অভাবে দক্ষিণ এশিয়ার ১.৪২ বিলিয়ন জনগণের মধ্যে ৪০০ মিলিয়ন জনগণ চরম দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করছে ।

বিশ্বজুড়ে বিরাজমান খাদ্য সংকটের মুখে খাদ্য আমদানির ওপর নির্ভরশীল দেশসমূহে তীব্র ক্ষুধা ও অপুষ্টি সামগ্রিক দারিদ্র পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। আইএমএফ'র হিসাব অনুযায়ি ২০০৯ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গত ৬০ বছরের তুলনায় সবচেয়ে নীচে নেমে আসবে। ২০০৮ সালে সৃষ্ট এ মন্দায় খাদ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে সারা দুনিয়ায় দরিদ্র মানুষের দুঃখ-দুর্দশা চরম আকার ধারণ করেছে। এফএও'র হিসাব অনুযায়ি বর্তমান বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ৯০০ মিলিয়নের ওপর। বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে তীব্র হচ্ছে দারিদ্র পরিস্থিতি, যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে অসম্ভব করে তুলছে। গতবছর খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের প্রকৃত আয় কমেছে ৩৬.৭%। ফলে নতুনভাবে বাংলাদেশে ৮.৫% মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে নেমে গেছে।

**উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুরা,**
জাতিসংঘ ২০০০ সালে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করলেও শিল্পোন্নত দেশসমূহ এই লক্ষ্য অর্জনে যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার করেছিল তা রক্ষা করেনি। খাদ্য সংকট, জ্বালানি তেল ও জলবায়ুগত সংকট মোকাবেলায় যেখানে অনেক বেশি বর্ধিত সহায়তা প্রয়োজন, সেখানে বাংলাদেশের মত দেশগুলোকে বৈদেশিক ঋণের ফাঁদে আটকে গিয়ে প্রতিবছর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের চেয়ে বৈদেশিক দেনা পরিশোধে বেশি ব্যয় করতে হচ্ছে ।

তার ওপর বৈশ্বিক এ মন্দা আমাদের জন্য মরার ওপর খড়ার ঘা এর মত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমাদের রপ্তানি খাত বিশেষ করে তৈরি পোষাক ও পাটখাত ইতিমধ্যে সংকটে পড়েছে। মন্দা মোকাবেলায় ধনী দেশসমূহ নানা ধরনের প্রণোদনা তহবিল ঘোষণা করেছে যার অভিঘাত পড়ছে উন্নয়ন সহায়তার ওপর। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যে উন্নয়ন সহায়তার অঙ্গীকার করেছিল, ইতোমধ্যে সে প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার থেকে তারা সরে যাচ্ছে ক্ষুধা ও দারিদ্র বিমোচন সহায়তা কর্মসূচি থেকে। মন্দার ধাক্কা বাংলাদেশের মত গরীব দেশগুলোর মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

**প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা,**
সুপ্র ২০০৬ সালের ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ বাতিলের ব্যাপারে প্রচারণা চালিয়ে আসছে। সম্প্রতি সুপ্র'র পক্ষ থেকে বৈদেশিক ঋণ, এমডিজি ও মৌলিক সেবাখাত নিয়ে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করা হয়েছে। এই গবেষণায় দেখা যায় যে, গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের চেয়ে বৈদেশিক দেনা পরিশোধে বেশি অর্থ ব্যয় করছে। বাংলাদেশ ২০০৭ সালে বৈদেশিক দেনা পরিশোধে ১৫৫১.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করে যা ঐ বছর সরকারের মোট ব্যয়ের ১৮% (জিডিপি'র ২.৪%), যার অনেকটাই মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি। ঐ একই বছর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারের ব্যয় ছিল যথাক্রমে ১৬.৫% এবং ৭.৪%। ২০০৭ সালের রাজস্ব বাজেটের আলোকে দেখা যায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের ব্যয় ছিল যথাক্রমে ১৫.৬৫% ও ৫.৮৯%, অন্যদিকে শুধু ঋণ পরিশোধে ব্যয় হয় ২৫%। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট বাজেট বরাদ্দ ১,১৩,৮১৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে শিক্ষা খাতে ব্যয় ১২.৬%, স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় ৬.১% এবং শুধুমাত্র সুদ পরিশোধে ব্যয় ১৩.৯%।

**বাংলাদেশে বৈদেশিক দেনার পরিমাণ**

- ২০০৭ এর জুন পর্যন্ত বাংলাদেশের বৈদেশিক দেনার স্থিতির (Outstanding of External Debt) পরিমাণ ২০৭১৩.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে ১৯৩৫৪.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৯৭%) হলো মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি দেনা। যা সুস্পষ্টভাবে শর্তযুক্ত বৈদেশিক সাহায্যের তীব্রতার পরিমাণকে নির্দেশ করে।
- বাংলাদেশে মাথাপিছু দেনার পরিমাণ ১৯৭৪ সালে ছিল ৬.৫৬ মার্কিন ডলার, ২০০৭ এ যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৭.৩২ মার্কিন ডলার।
- বাংলাদেশকে ১ ডলার অনুদান গ্রহণের বিপরীতে ১.৫ ডলার ঋণের দেনা পরিশোধ করতে হয়।
- প্রতিবছর আমরা যে পরিমান বৈদেশিক সাহায্য পাই ( ঋণ ও অনুদান মিলে) তার প্রায় গড়ে ৬৫% ই সুদে আসল পরিশোধে ব্যয় করতে হয়।

বাংলাদেশে এমডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সেবাখাতে ব্যয় বাড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৭ কোটি মানুষ দরিদ্র, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের দারিদ্রের হার সর্বোচ্চ। প্রতি বছর বাংলাদেশকে বৈদেশিক দেনা শোধে ব্যয় করতে হয় গড়ে ১০৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যে অর্থ শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মত জনসেবা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানোর কাজে ব্যবহার করা যেত। বৈদেশিক ঋণের শর্তহীন মওকুফ না হলে বাংলাদেশের মত দেশের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহায়তা কোন কাজেই আসবে না।

**বাংলাদেশের বৈদেশিক দেনা বাতিল পরিস্থিতি**

বর্তমান সময় পর্যন্ত ঋণ স্থায়িত্বশীলতার বিষয়টি হিসাব করা হয় ঋণ শোধের সাথে রপ্তানি আয় বা জিডিপি'র অনুপাতের ভিত্তিতে। যা এমডিজি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সাথে সম্পৃক্ত করে দেখা হয় না। বিশ্বব্যাংকের ঋণ স্থায়িত্বশীলতার এই হিসাবটি তাই অগ্রহণযোগ্য। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান ২০০৫ সালে বলেছেন, "ঋণ স্থায়িত্বশীলতার বিষয়টিকে এমডিজি অর্জনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে"।

বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে 'Less Indebted' দেশ হিসাবে বিবেচনা করে। নিয়মিত ঋণ শোধের কারণে বাংলাদেশকে ঋণ স্থায়িত্বশীল (Debt Sustainable) দেশ হিসেব বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative অথবা Multilateral Debt Relief Initiative এর কোনটির মধ্যেই পরিগণিত হচ্ছে না। জি-৮ ভূক্ত দেশসমূহ Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative অনুসরণ করে বাংলাদেশের ঋণ বাতিলের বিষয়টি বিবেচনায় নিচ্ছে না। জনগণের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে যারা নিয়মিত ঋণ শোধ করছে তাদেরকে 'Good Debtor' হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ যেহেতু নিয়মিত শোধ করে, বাংলাদেশকেও তাই সফলতার মাশুল দিতে হচ্ছে।

**আসন্ন ইউএন-এসকাপ সম্মেলন উপলক্ষে নাগরিক সংগঠনের দাবিগুলো হচ্ছে**

- আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে জি-৮ ভূক্ত দেশগুলো বাংলাদেশের বৈদেশিক দেনা সম্পূর্ণভাবে বাতিল করতে হবে এবং বাতিলকৃত দেনা উন্নয়ন সহায়তার অংশ হিসেবে গণ্য করা যাবে না
- বর্তমান বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ নির্দেশিত কাঠামোর বিপরীতে MDG-Compatible কাঠামোর নিরিখে দরিদ্র দেশগুলির ঋণের স্থায়িত্ব নিরুপণ করতে হবে; বৈদেশিক ঋণ স্থায়িত্বশীল নয় এমন সকল দেশের দায়-দেনা বাতিল করতে হবে।
- ঋণপ্রদানকারী দেশসমূহকে অবশ্যই ঋণের সমস্যার দায়ভার গ্রহণ করতে হবে এবং বিনা শর্তে ঋণ মওকুফ করতে হবে;
- বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উন্নত দেশগুলোর অতিরিক্ত কার্বন নির্গমনকারী জীবন ধ্বংসকারী ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল তৈরিতে বর্ধিত সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে
- অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাষ্ট্রসমূহের বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও বহুজাতিক কোম্পানীর প্রভাব ও নির্ভরতামুক্ত সার্বভৌম উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে ।
- বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এডিবি'র খবরদারির বাইরে জাতিসংঘের অধীনে আলাদা কোন কমিশনের মাধ্যমে ঋণ-সাহায্যের বিষয়টি পরিচালিত হতে হবে
- ধনী দেশসমূহকে তাদের অংগীকার অনুযায়ী জাতীয় আয়ের ০.৭% শর্তহীনভাবে উন্নয়ন সহায়তা হিসাবে প্রদান করতে হবে।
- অপেক্ষাকৃত দূর্বল ও ছোট দেশগুলোর অস্তিত্ব ও স্বার্থ রক্ষার জন্য এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে নীতি-কৌশলের সমন্বয় ও সহযেগিতা বৃদ্ধি করতে হবে ।

**প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,**

বৈশ্বিক মন্দার সমস্যা মোকাবেলায় বিশ্বের উন্নয়নশীল ও উদীয়মান দেশসমূহের নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসছেন বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিনিধিদের নিয়ে, দারিদ্র সৃষ্টিতে যাদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে বৈদেশিক ঋণের এ বোঝা আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্বভৌমত্বকে প্রভাবিত করছে। বৈদেশিক ঋণ বাতিলের জন্য সুপ্র গত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে প্রচারণা চালিয়ে আসছে। নাগরিক সমাজের এসব দাবি আপনাদের মাধ্যমে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দেয়া এবং সংশ্লিষ্ট সরকারগুলোর ওপর চাপ তৈরি করার জন্য আপনাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

আমাদের আয়োজনে সময় দেবার জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

---


সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান-সুপ্র

৮/১৯, স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন: ৯১৪৫৬০০, ফ্যাক্স: ৯১৩৯৭৭০

ই-মেইল: info@supro.org, ওয়েবসাইট: www.supro.org